আমাদের সময়
সোমবার ১৭ মাঘ ১৪১৮ ● ৩০ জানুয়ারি ২০১২
নতুন ধারার দৈনিক

যুক্তরাষ্ট্রে জিএসপি সুবিধা পেতে আশাবাদী বাংলাদেশ

খুররম জামান : যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পণ্য জিএসপি সুবিধা নিয়ে ডেপুটি ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেনটেটিভ (ইউএসটিআর) রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম জ্যাকসনের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের শুনানি হয়েছে। এ শুনানির পর বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল আশা করছে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পণ্য জিএসপি সুবিধা শিগগিরই পেতে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, বাণিজ্য সচিব গোলাম হোসেনের নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের এ প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে ঐ শুনানিতে তথ্য-উপাত্ত উত্থাপন করা হয়। এতে বলা হয়, বাংলাদেশের গার্মেন্টস সেক্টরসহ অন্যান্য সেক্টরে শিশুশ্রমের ব্যবহার প্রায় শূন্যে নেমে এসেছে। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি আগের সরকারের তুলনায় ৯০ শতাংশ ভাগ বাড়ানো হয়েছে এবং শ্রম আইনকে যুগোপযোগী করার কাজটি ২/৩ মাসের মধ্যেই সম্পন্ন হবে। এ দলের সদস্য বাংলাদেশ শ্রমিক লীগের সভাপতি আবদুল মতিন মাস্টার ২৭ জানুয়ারি সন্ধ্যায় (বাংলাদেশ সময় শনিবার সকাল) ঢাকার উদ্দেশে ওয়াশিংটন ডিসি ত্যাগের আগে কয়েকজন সাংবাদিককে এ তথ্য জানান। শুনানি বিষয়ে তিনি বলেন, একটি এনজিও (যার রেজিস্ট্রেশন বাংলাদেশ সরকার বাতিল করেছে) ইউএসটিআর বরাবরে অভিযোগ করেছে যে, বাংলাদেশের গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে শিশুশ্রম এখনও রয়েছে। তদুপরি শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দেয়া হচ্ছে না। সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিক গ্রেফতার ও নির্যাতনের অভিযোগও রয়েছে। এসব অভিযোগের কপি দেয়া হয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী শ্রমিক ফেডারেশন এএফএল-সিআইওকে। এ ফেডারেশনের পক্ষ থেকেও ইউএসটিআর সমীপে বাংলাদেশের শ্রমিকদের মানবাধিকার সুরক্ষায় সরকারের অবজ্ঞার অভিযোগ করা হয়েছে ২০০৭ সালে। মতিন মাস্টার বলেন, আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে আনীত অভিযোগ নাকচ করে শ্রমিকের ভাগ্য উন্নয়নে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের তথ্য উপস্থাপন করেছি।

শ্রমিক নেতা মতিন মাস্টার বলেন, তারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন বলেই মনে হচ্ছে। তবুও তারা হয়তো শিগগিরই তাদের চ্যানেলে আরো খোঁজ-খবর নিতে পারেন। মতিন বলেন, এ টিমে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়, শ্রম মন্ত্রণালয়, বিজেএমইএ, বিকেএমই, এনজিও ব্যুরো এবং বেপজার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন। মতিন মাস্টার বলেন, শুনানির সময় ইউএসটিআর জানতে চান গ্রেফতারকৃত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার এবং বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে অগ্নিকাণ্ডে বহু শ্রমিকের প্রাণহানি বন্ধে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গার্মেন্টস সেক্টরের নারীদের রাতেও কাজ করতে বাধ্য করা এবং ওভারটাইমের ন্যায্য মজুরি দেয়া হচ্ছে না কেন? ইত্যাদি বিষয়ে কড়া প্রশ্নের সম্মুখীন হন বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল।

উল্লেখ্য, স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রের পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বিনা অথবা নামমাত্র শুল্কে প্রবেশাধিকারের নীতিমালা অবলম্বনে ইউএসটিআর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ প্রদান করেন এবং এর কার্যক্রম পরিচালিত হয় প্রেসিডেন্টের নির্বাহী অফিস থেকে। জিএসপি সুবিধা না পাওয়ায় বাংলাদেশি পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সময় ১৬ শতাংশের বেশি শুল্ক দিতে হচ্ছে। অথচ একই পণ্যের জন্যে ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্য দিচ্ছে ১ শতাংশেরও কম শুল্ক। বছরে প্রায় ৪০০ কোটি ডলারের পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে আসছে বাংলাদেশ থেকে।

যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক লীগের সভাপতি শামসুল আলম, সেক্রেটারি কাজী আজিজুল হক খোকন এবং বাংলাদেশ শ্রমিক লীগের আন্তর্জাতিক সমন্বয়কারী আবদুর রহিম বাদশা এ সময় সেখানে ছিলেন।